অজ্ঞাতবাস

বিরাটের সভাতলে পণবদ্ধ
আমরা অজ্ঞাতবাসে
অন্যকর্মা বর্ষের ব্যাপ্তিতে,
তোমারা চেন না কেউ আমাদের
হে-আকাশ হে চন্দ্র - তপন,
তোমারা জান না নাম
অঙ্কিত যা গুপ্ত অভিজ্ঞানে।

এখানে দিবস কাটে প্রত্যয়িত অভিনয়ে
আর
রাত্রি আনে স্তব্ধ আত্মধ্যান,
কি যন্ত্রণা চদ্মবেশে মর্মলীন অজ্ঞাত গুহায়
তোমরা বোঝ না কেউ জীবনের মৃত্যুর অতিথি।

আমার অজ্ঞাতবাসে
স্পষ্ট পরিচয়ের আড়ালে
হৃদয়ের অভিধাকে প্রতিপলে রেখেছি নিহিত,
তোমরা চিনেছ যাকে সে আমরা নই
আমি নই,
চেয়ে দেখ বর্ষব্যাপ্ত চাতুর্যের আবরণ তুলে।

অভিজ্ঞান - শকুন্তলা

শকুন্তলা, তুমি বুঝি হারিয়ে ফেলেছ
অভিজ্ঞান - অঙ্গুরি তোমার।
তবে এই ঐশ্বর্য্যপুরীতে
প্রবঞ্চনা হয়ে যাবে তোমার সহজ পরিচয়,
তিরস্কৃত হবে তুমি রাজসভাতলে।

তার চেয়ে ফিরে যাও
ফিরে যাও তপোবনে - ছায়া তরুতলে
যেখানে বিটপী-লতা মা-হারা হরিণ শিশু এসে
দাঁড়ায় কুশল নিয়ে তোমার মনের কাছাকাছি।

ফিরে যাও সাম্রাজ্য - দহন থেকে বনের শিশিরে
ফিরে যাও অনুসূয়া - প্রিয়ংবদা - স্নিগ্ধতায়
বাৎসল্যের পাতার কুটীরে।
আশ্রম-দুহিতা তুমি, জীবনের পূর্ণতা তোমার
খুঁজতে এসো না এই ভ্রান্ত জনপদে।
এখানে আশার নদী হয়ে যায় মরু-মরীচিকা,
অশ্রু মুছে যায় অহংকারে।
প্রত্যাখানে অভিহত অভিজ্ঞান-হীন শকুন্তলা,
ফিরে যাও অন্যকোনো একান্ত - শরণে।

নীরেন্দ্র গুপ্ত
শিশুশিক্ষা

শিশু তো শেখেনি কিছু, বোঝে না মহিমা নাটকের,
দৃশ্য শেষ না হতেই হাততালি দিয়ে ওঠে হেসে।
জানে না সে সুখ - দুখঃ ভয়-দ্বেষ কখন কোথায়
কখন বাড়িতে ফিরে যেতে হবে যাবনিকা - শেষে।

নাটকে রাজাকে দেখে মুক্তকণ্ঠে দাদা ডেকে ওঠে,
পতিতাকে মা ডেকেই দুহাত বাড়িয়ে দিতে চায়
অথচ রানীকে দেখে কি জানি কি ভেবে
দুচোখ ফিরিয়ে নেয়, বিরক্তির চিহ্ন ভ্রু - রেখায়।

যখন জহ্লাদ আসে, প্রাণদন্ডহবে প্রহ্লাদের
তখন হয়তো শিশু কি কৌতুকে হাসে খিলখিল,
অথছ নৃসিংহ যদি হিরণ্যকশিপু - বক্ষ ছিঁড়ে
পাপ দূর করে, শিশু কেঁদে ওঠে অতি মমতায়।

শিশু তো বোঝে না কিছু আমাদের দয়া প্রেম ঘৃণা
শত্রু-মিত্র কাকে বলে, কি প্রভেদ জয়ে - পরাজয়ে,
জানে না সে অভিনয়ে শেষ কোথা আরম্ভ কোথায়,
আমরা এসব তত্ত্ব শিশুকে শেখাবো ক্রমে ক্রমে।